

জাবির দুই উপ-উপাচার্যকে অব্যাহতি, নতুন দায়িত্বে সামসুল ও নজবুল

ইত্তেফাক ডিজিটাল ডেস্ক

প্রকাশ : ০৬ জুন ২০২৬, ২০:৩৫



জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) প্রশাসন ও শিক্ষা শাখায় বড় ধরনের রদবদল করা হয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান দুই উপ-উপাচার্যকে (প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর) দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে নতুন দুজনকে ওই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

 [দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন](#)

নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত উপ-উপাচার্যরা হলেন ড. মো. সামসুল আলম এবং ড. মুহম্মদ নজবুল ইসলাম।

শনিবার (৬ জুন) রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ পৃথক চারটি প্রজ্ঞাপন জারি করে এ সংক্রান্ত আদেশ প্রকাশ করে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-উপাচার্যরা অবিলম্বে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর (শিক্ষা) ড. এম মাহফুজুর রহমান এবং প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর (প্রশাসন) ড. সোহেল আহমেদকে তাদের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অব্যাহতি পাওয়ার পর ড. এম মাহফুজুর রহমান তার মূল পদ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর এবং ড. সোহেল আহমেদ তার মূল পদ প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর হিসেবে পুনরায় যোগদান করবেন।

এদিকে শূন্য হওয়া এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন নিয়োগও সম্পন্ন হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ‘জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩’ এর ধারা ১৩(১) অনুযায়ী এই নিয়োগ দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) পদে নিয়োগ পেয়েছেন সরকার ও রাজনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ সামসুল আলম। অন্যদিকে, গণিত বিভাগের প্রফেসর ড. মুহম্মদ নজবুল ইসলামকে (অনুলিপিতে মুহম্মদ নজরুল ইসলাম হিসেবে উল্লেখিত) উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

নিয়োগের শর্ত অনুযায়ী, নতুন দুই উপ-উপাচার্যই যোগদানের তারিখ হতে আগামী ৪ (চার) বছর অথবা অবসর গ্রহণের তারিখের মধ্যে যা আগে ঘটবে, সেই সময় পর্যন্ত স্থায় পদে বহাল থাকবেন। তারা বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন-ভাতাদি ও বিধি অনুযায়ী পদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন।

তবে শর্ত দেওয়া হয়েছে যে, তাদের সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করতে হবে এবং চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে যেকোনো সময় এই নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।